বাংলাদেশ হাই কমিশন কর্ত্তৃক
মহান শহীদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসপালিত

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস–২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রথম বারের মত ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিসে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মান করা হয় এবং শহীদ দিবসের প্রথম লগ্নে (১২ঃ০১মি.) প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে মহান শহীদদের প্রতি সম্মান জানানো হয়। প্রায় ৬০–৭০জন শিশু পুরুষ ও মহিলা এই মহতী ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিস চত্বরে সমবেত হন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশ হাই কমিশন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভুমি পর্যালোচনার জন্য বিকালে 'মহান একুশের ইতিহাস'' ও ''পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের গুরুত্ব ও আমাদের ভুমিকা'' শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনা পর্বের শুরুতে মহান ২১ ভিত্তিক একটি স্লাইড্ শো উপস্থাপন করেন চ্যান্সেরি প্রধান মি. আজহারুল হক ও প্রথম সচীব। মি. ফরহাদ রেজা ''মহান একুশের ইতিহাস'' বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে মহান একুশের তাৎপর্য তুলে ধরেণ। ''পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের গুরুত্ব ও আমাদের ভুমিকা'' বিষয়ে ইউনেস্কোর তথ্য ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আলোচনা করেন মি. নির্মল পাল ও নতুন প্রজন্মের মিস্ তিথন পাল। মি. নির্মল পাল তাঁর উপস্থাপনায় সিড্‌নীতে ২০০০ সন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, ২০০৬ সনে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতি সৌধ এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি স্মৃতিসৌধ এর নক্‌শায় সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ সহ একুশের গৌরবময় ইতিহাসের বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করে এই প্রক্রিয়ার সাথে পৃথিবীর সকল ভাষা–ভাষিদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি, ''কন্‌সারভ ইউর মাদারল্যাংগুয়েজ'' কে একটি কার্যকরী মেসেজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে একযোগে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। নতুন প্রজন্মের মিস্ তিথন পাল তার আলোচনায় প্রবাসে মাতৃভাষা চর্চা ও সংরক্ষণে সামগ্রিক প্রতিবন্ধকতাগুলি তুলে ধরেন এবং মাতৃভাষা চর্চা ও সংরক্ষণে বাংলা ভাষিদেরকেই বিশ্বে নেতৃত্ব পালনে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান। সর্ব মান্যবর ভারতীয় হাই কমিশনার, শ্রীলংকার হাই কমিশনার এবং বাংলাদেশ হাই কমিশনার লে, জে. মাসুদউদ্দিন চৌধুরী সকল মাতৃভাষা

সংরক্ষণের গুরুত্ব ও বাস্তবতা প্রসংগে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে আলোচনায় আরও অংশ গ্রহন করেন ডঃ অজয় কর ও ক্যানবেরা শহীদ মিনার বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মি জিয়াউল হক বাবলু।

আলোচনা পর্ব শেষেই রাতের খাবারের আয়োজন। অত্যন্ত সুস্বাধু খাবারের পর স্থানীয় শিল্পীদের উপস্থাপনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহান দিবস পালনের সমাপ্তি হয়।